ছিটে ফোঁটা - ৩

হালে 'বৈশ্বিক উষ্ণতা'র এক অনিবার্য বিপদ নিয়ে মানুষের মনে ভয় ঢুকেছে। তেতে ওঠা মাটিতে পা ফেলতে না পারার ভয়। গরম বাতাসে ছ্যাকা খাওয়ার ভয়। পোড়া কার্বনে মিশে থাকা রোগ বালাইয়ের দুশ্চিন্তা। এসবই এখন সভ্য নাগরিকের ভাবনার বিষয়। হবেইতো। মানুষের একটানা জল্লাদী কারবারে জগতের সর্বনাশ যা হবার তা হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বিষাক্ত হয়েছে এর স্বচ্ছ আলোটা, মিহিন বাতাসটা। সুবিন্যস্ত জলধারা। সবই। মানুষকে গগনঠেকা বড়লোকী আর চুইয়ে পড়া জৌলুশ এনে দিতে এই দুনিয়ার বরফ গলে, বাতাস পুড়ে ছারখার। প্রকৃতি কি আজ আর প্রকৃতিও আছে? হয়েছে ক্ষত বিক্ষত এক ক্ষ্যাপা পাগল। ঘুরে ঘুরে এখন কেবল ক্ষমাহীন আগুন- চোখে তাকায়। যেন শোধ তুলবে এইবার। উগরে দেবে এতকাল ধরে জমে থাকা সমস্ত ক্ষোভ,অসন্তষ। আর অত্যাচারী মানুষকে বুঝিয়ে দেবে তার নির্মমতার পাওনা। এক এক করে।দেবেই। যেন তার অবমাননা আর অসম্মানের শোধ নিতে সে স্থির। এভাবেই।

এদিকে যাবতীয় সর্বনাশ ঘটে যাবার পর এর ক্ষতিপুরন নিয়ে চলছে দেন দরবার। দেশে দেশে। খানিক মন কষাকষিও। পরিবেশ দূষন নিয়ে মানুষ এখন একজোট। হলে হবে কি, তবুতো দেখি এই সব সোচ্চারী মানুষজনের সামনেই ঘটে যত অনাসৃষ্টি। উদোম নৈরাজ্য। এক দিকে প্রাপ্য আদায়ে সকলকে সাথে নিয়ে দেশের সর্বচ্চ সম্মানী জন যখন পরের সাথে বিচক্ষন লড়তে থাকেন ঠিক তক্ষুনি আর ঠিক তক্ষুনি ঘরে বসেই দুর্বৃত্তের দল হনুমানজীর মত হা-লম্বা মুখে নদীগুলির পানি সব শুষে নেয়, যতটা পারে। নদীর মুখে বালি গুঁজে দিয়ে জন্মের মত ভরাট করে। নয়ত বর্জ্য দিয়েই বিষিয়ে তোলে এর পানিটা। দিন বিরেতেই কাটে গুচ্ছের গাছ। জঙ্গল কে জঙ্গল। কপাট খোলা দূ:সাহসে পুঁচিয়ে কাটে পাহাড়টাও। ভাবি, এমন শত্রুতার সামনে টিকবে কোন পালোয়ান? এরই মধ্যে মধ্যে কেবল দেখি দেশের সাংবাদিকগন চরম উদ্বিগ্নতায় পুরু শিরোনাম দিয়ে এই ভয়াবহ দুরবস্থাকে থেকে থেকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। সাধ্যমত। তাতে আর কিছু না হোক অন্তত: এইটুকু বোঝা যায়, বিভীষন সামলানোর দায় এখন সবার।

ডালিয়া নিলুফার
প্রাবন্ধিক